R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার
সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস,
ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬২শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
২রা জুলাই, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

ফরাক্কার জলে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত, বর্ষায় দুর্দশার আশঙ্কা

সত্যনারায়ণ ভকত : পুরোদমে এখনও বর্ষা নামেনি, নামেনি পাহাড়ী বন্যার জল। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে জঙ্গিপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যার তাণ্ডব। ত্রাণের জন্য ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। আশঙ্কা হচ্ছে বর্ষায় ভয়াবহ বন্যার। আজ থেকে ১৫ বছর আগে দূরদর্শী সাংবাদিক দাদাঠাকুর ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, 'ফর অক্কা—ফরাক্কা।' অর্থাৎ কিনা অক্কা পাবার জন্য ফরাক্কা বাঁধের ব্যবস্থা। কথাটি অপ্রিয় হলেও নিষ্ঠুর, নির্মম সত্য। তার প্রমাণ মিলছে এই অসময় বিপর্যয়ে।

ভাগীরথীর জলধারণ ক্ষমতা না থাকাতেই এই বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে। জঙ্গিপুরে ভাগীরথীর চড়া কাটার জন্য ও গর্ত খোঁড়ার উদ্দেশে ৩৩ কোটি টাকার একটি প্রকল্প বেশ কয়েক বছর ধরে ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে আছে। ফরাক্কা থেকে জঙ্গিপুর পর্যন্ত ফীডার ক্যানেল দিয়ে বন্যার জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার অপ্রতুলতাও এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। গ্রামবাসীরা বলছেন, হয় ওডিকলন, নয় বুকের মালিশের তেল দাও, নইলে আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা কইবো না। অর্থাৎ বন্যার জল বের করে দেওয়ার জন্য তাঁরা ফীডার ক্যানেল কেটে দিতেও দ্বিধা করবেন না।

ফরাক্কার জলে বন্যার এখনই যা অবস্থা, তাতে ধরে নেওয়া যায় কয়েক দিনের মধ্যে পাহাড়ী বন্যার জল মিশে গিয়ে আটকে পড়া গ্রামবাসীদের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে তুলবে। আবাদী জমি জলাশয়ে পরিণত হওয়ায় ফসল ফলবে না। সমগ্র জঙ্গিপুর মহকুমার খাদ্য সঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। বহু বাড়ীঘর ধসে পড়বে, বহু গ্রামবাসী সর্বস্ব খুইয়ে পথে বসবেন। জাতীয় সড়ক ও জঙ্গিপুর ব্যারেজ বিপন্ন হতে পারে। আর শুধুমাত্র জঙ্গিপুর মহকুমাই নয়, বর্ষার জলে ভাগীরথীর জলস্ফীতি ঘটলে কান্দীসহ মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় ভয়াবহ বন্যা দেখা দিবে। আগামী পনের দিন, এক মাস বা দু'মাসের মধ্যে যা যা ঘটতে পারে, বন্যার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে আজ আমি সেই আশঙ্কার কথাই আগাম লিখলাম। পাগলা, আখিড়া, ফল্গু ও গাদিতে বাঁধ না দিলে, ফীডার ক্যানেলে ইনলেট বসিয়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা না করলে, জঙ্গিপুরে ভাগীরথীর চড়া না কাটলে এবং মাটি কেটে ভাগীরথীতে জলধারণের ক্ষমতা বাড়াতে না পারলে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে ফরাক্কার জলকে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা ছাড়াও চাষের কাজে লাগাতে হলে উপনদীগুলির গভীরতা বাড়িয়ে জঙ্গিপুর মহকুমাসহ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নির্মলভাবে চিট করে নির্মল চিট ফাণ্ড রাতারাতি গণেশ উল্টেছে

বিশেষ প্রতিনিধি, ২ জুলাই—তামাম জঙ্গিপুর নগরসভার দিন এনে দিন খাওয়া নাগরিকদের রক্ত জল করা পয়সা আত্মসাৎ করে প্রতারকের নাগর নির্মল চিট ফাণ্ডের জঙ্গিপুর শাখার কর্মকর্তারা রাতারাতি গণেশ উল্টে গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়েছেন। কেটে পড়েছেন এই ফাণ্ডের ধুলিয়ান শাখার কর্মকর্তারাও একই সাথে একই রাতে, কারবার গুটিয়ে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মাস কয়েক আগে রাতারাতি এদের কারবার গজিয়ে উঠে অনেক স্থানের মতো এই জঙ্গিপুর শহরের বুকে। তারা সুদ ও ঋণের টোপ দিয়ে বড়শিতে ছোটখাটো ব্যবসায়ী ও খেটে খাওয়া দীন-মজুরদের একে একে গাঁথতে থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দৈনিক পঞ্চাশ পয়সা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত সঞ্চয়ের সুযোগ থাকায় অনেকেই চিট ফাণ্ডে একাউনট খোলেন। ধার করে সংসার চালিয়েছেন অথচ এ্যাকাউনটে জমা দিতে ভোলেননি এ রকম আমানতকারীর সন্ধানও পাওয়া গেছে। ফাণ্ডের কর্মকর্তারা কোম্পানীর নামে এ্যাকাউনট না খুলে ব্যক্তিগত নামে দু'একটি ব্যাঙ্কে এ্যাকাউনট খুলে আমানতকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ জমা রাখতেন বলে শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে কারবার বেশ জমে উঠে, সংগৃহীত হয় প্রায় লাখ টাকা, কিছু কিছু ঋণও ছাড়া হয় বাজারে। কিন্তু গত সোমবার সকালে হঠাৎ দেখা যায় কর্মকর্তারা উধাও, কোম্পানীর অফিসে তালা। রবিবার রাত্রেই ব্রাঞ্চ ম্যানেজার স্বপন মুখারজি (নিবাস মালদহ জেলার রতুয়া থানা), কোষাধ্যক্ষ আঃ গাফ্ফার (নিবাস মালদহ) ও সুপার ভাইজার ধ্রুব মুখারজি (নিবাস আসাম) কারবার গুটিয়ে নিরুদ্দেশ হন। যাবার সময় জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহরের বেশ কয়েক শ' আমানতকারীকে পথে বসিয়ে প্রায় ১ লাখ টাকা তাঁরা আত্মসাৎ করেন বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ধুলিয়ান থেকে আমাদের সংবাদদাতা লিখেছেন, গত মঙ্গলবার নির্মল চিট ফাণ্ডের ধুলিয়ান শাখার ম্যানেজার বিনা নোটিশে রাতারাতি কারবার গুটিয়ে আমানতকারীদের প্রায় ৬০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যান।

জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের কারবার গজিয়ে ওঠায়

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে
রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেণ্ট

ক্ষুদিরাম সাহা
চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেন্টস্ এণ্ড
অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই আষাঢ় বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

পারাপারের হয়রানি

আষাঢ় মাসের পনের দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ঘনঘোর মেঘের ঘটা করিয়া বর্ষা নামিয়াছে। আকাশ মেঘমুক্ত নহে; কখনো রিমঝিম, কখনো প্রবল ধারায়। ফরাক্কা ব্যারেজের জল ছাড়ার কল্যাণে ভাগীরথী বর্ষার কিংবা বর্ষণের পূর্ব হইতেই উথাল-পাথাল। এখন বর্ষার জল পড়িতে না পড়িতেই দুইকূল ছাপাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জ শহর হইতে জঙ্গিপুর পারাপারের একমাত্র মাধ্যম ডিঙ্গি নৌকা কিংবা ঘাটের নৌকা। সাধারণ পথযাত্রীরা অবশ্য ঘাটের নৌকার উপরই নির্ভর করে। তাহাতে পারঘাটায় পাঁচ পয়সার মাধ্যমেই পার হওয়া যায়। কিন্তু ঘাটের নৌকা না থাকিলে বাধ্য হইয়া আরো পাঁচ পয়সা খেসারত দিতে হয়। এতাবৎকাল চলতি নিয়ম যে, সাধারণতঃ প্রতিটি ঘাটে ঘাটোয়াল পরিচালিত যাত্রীবাহী বড় নৌকা থাকে তিনটি, আর গরু, ঘোড়া পারাপারের জন্য একটি মোট চারিখানি বড় নৌকা থাকে। ইহাতে যাত্রী সাধারণের কোন রকম অসুবিধা হয় না। কিন্তু বর্তমান বৎসরে নূতন ঘাটোয়ালের ইজারায় ঘাটের মালিকানা যাওয়ার পর হইতেই যাত্রী-সাধারণের পারাপারের বিবিধ প্রকার অসুবিধা ও অভিযোগ প্রতিদিনই পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে।

প্রথমতঃ দুই ঘাটে তিনটি করিয়া যাত্রীবাহী নৌকার পরিবর্তে দুইটি করিয়া যাত্রীবাহী নৌকা আছে। ইহার চলাচলও আবার অত্যন্ত অনিয়মিত। কারণ মাঝিদের খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের অবকাশে খেয়া বন্ধ থাকে। উপরন্তু গরু, ঘোড়া পারাপারের আলাদা নৌকাও নাই। তাহাছাড়া রাত্রি আট-নয় ঘটিকার পর সাধারণতঃ ঘাটের নৌকার পাত্তা পাওয়া যায় না। অনভিজ্ঞ নিরীহ সাধারণ যাত্রীগণ ঘাটোয়ালের নিকট ইহার কারণ জানিতে চাহিয়া অধিকাংশ সময়ই দুর্ব্যবহার পাইতেছে। এবং ঘাটের পারাপারের জন্য পাঁচ পয়সার অধিকও অনেক সময় দাবী করা হইতেছে বলিয়া শোনা গেল। উপরন্তু যাত্রীগণকে ডবল খেসারত দিয়া ফেরী নৌকায় পার হইতে হইতেছে।

সব থেকে মজার ও অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার, যে সমস্ত ফেরী-নৌকা ভাগীরথীর বুকে পারাপার করিতেছে, ইহাদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশেরই পৌরসভার স্বীকৃতিপত্র নাই। তাহা ছাড়া দায়িত্বহীন ও অনভিজ্ঞ কিছু মাঝি ও কিশোর বয়সী বালকেরা ফেরী নৌকা চালাইতেছে। বাধ্য হইয়া যাত্রীরা ইহাদের নৌকায় পারাপার করিতেছেন। বৃষ্টি-বাদলের দিনে রাত্রের দিকে অধিকাংশ সময় ইহারা যাত্রীদের বাগে পাইয়া মোটা পারাণীর কড়ি হাঁকিয়া বসে। সর্বগ্রাসী ভরা গঙ্গার বুকে বিপদসংকুল বর্ষা প্রকৃতির আবহাওয়ায় অগণিত ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-শিক্ষক, কর্মচারী, চিকিৎসক-ব্যবহারজীবী ও সাধারণ নাগরিকের জীবন লইয়া যেন প্রতিদিন ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? কে দিবে কৈফিয়ৎ? স্বেচ্ছাচারী এই ঘাটোয়ালের খামখেয়ালিপনার ব্যাপারে পৌর-কর্তৃপক্ষ এখনও যদি একটু সজাগ ও সচেতন হন তো স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে।

গঙ্গায় নৌকাডুবি নিখোঁজ ২০

ধুলিয়ান, ২৮ জুন—গতকাল এখানে গঙ্গার ফেরীঘাটে ঘূর্ণিতে পড়ে গিয়ে যাত্রীবাহী এক নৌকা হঠাৎ ডুবে যায়। নৌকার ৩৫ জন যাত্রীর মধ্যে ১৫ জন সাঁতরে পারে ওঠেন। বাকী ২০ জন নিখোঁজ হন। নিখোঁজদের মধ্যে শিশু ও মহিলাসহ কিছু বৃদ্ধও রয়েছেন।

সার উৎসব উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৮ জুন—ভারত-জার্মাণ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের উদ্যোগে গতকাল রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের বাড়ালা গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সার উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকার ও বিভাগীয় কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং প্রায় ৩০০ চাষীর উপস্থিতিতে উন্নত প্রথায় চাষাবাদ, মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ-পদ্ধতি ও কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা চালানো হয়। সম্প্রতি এই সংস্থা কর্তৃক সাগরদীঘি ব্লকের মোরগ্রাম, ফুলবাড়ী, বোখারা এবং রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের বাড়ালা ও সিদ্ধিকালী গ্রামে কৃষক দিবস উপলক্ষে সার প্রদর্শনী ক্ষেত্র প্রদর্শিত হয়।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

নজরুল ও দাদাঠাকুর

১৩ই জ্যৈষ্ঠের জঙ্গিপুর সংবাদে নজরুল সম্বন্ধে লেখাগুলি পড়লাম। 'অগ্নিবীণায় অগ্নি-শপথ' খুব ভালো লাগলো। কিন্তু নজরুল প্রশস্তি উপলক্ষ ক'রে বিপথগামী যাত্রীদের উদ্দেশ্যে গালিবর্ষণ করাটা সমীচীন হয়নি। এখনকার সাংবাদিকতার প্রধান অঙ্গই গালাগালি। ক্ষেত্র-বিশেষে এর প্রয়োজনও আছে। ...

নুরুল ইসলাম মোল্লা মহাশয়ের 'নজরুল ও দাদাঠাকুর'ও ভালো লেখা। কিন্তু দু'টি একটি ভুল তথ্য আছে। নজরুল "পুত্রশোককে ভোলবার নিমিত্তই 'চন্দ্রবিন্দু'র কবিতাগুলো লিখেছিলেন"—এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। 'চন্দ্রবিন্দু'র কবিতাগুলো বিভিন্ন সময়ে লেখা।

"নজরুল নলিনীকান্তের সঙ্গে যখন তাঁর গ্রাম জগতাই-এ বেড়াতে আসেন, তখন রঘুনাথগঞ্জে দাদাঠাকুরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে গিয়েছিলেন"—এ কথাও সত্য নয়। নজরুল জগতাই-এ নিছক বেড়াতে আসেনি, এসেছিল একটি বিবাহের বরযাত্রী হ'য়ে। এর বিবরণ আমার 'শ্রদ্ধাষ্পদেষু'তে আছে। কিন্তু সে সময়ে নজরুল তো রঘুনাথগঞ্জে আসেনি।

—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি-২

গৃহহীনে গৃহদান প্রকল্পের প্রথম কিস্তির উদ্বোধন

সাগরদীঘি, ৩০ জুন—এই ব্লকের বংশীয়া গ্রামে ভূমিহীন ও গৃহহীন ক্ষেতমজুরদের গৃহদান প্রকল্পে নির্মিত ৪০টি গৃহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক রথীন দে গত ২৬ জুন বিকেলে। এই ব্লকে মোট ৫৮৭টি এ ধরণের বাড়ী তৈরী করা হবে। বংশীয়ার উদ্বোধন তারই প্রথম কিস্তি। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ও সাগরদীঘির উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক।

জেলা শাসক সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই প্রকল্প বাবদ ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য সরকারের কাছ থেকে ২.৭৮ লাখ টাকা পাওয়া গিয়েছে, জেলার ১৩টি ব্লকে এ কাজ চলছে এবং এতে প্রায় ২০০০ গ্রাম্য গৃহহীন পরিবার উপকৃত হবেন। একটি প্রাথমিক সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে, জেলার গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার, তার মধ্যে ৪ হাজারেরও বেশী পরিবার গঙ্গা ভাঙ্গনের ফলে গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। সাগরদীঘি ব্লকে গৃহহীন পরিবারের জন্য আরও কিছু বাড়ী তৈরীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং শিগ্‌গির এই কাজ শুরু করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, বংশীয়ার ওই ৪০টি গৃহে ৪০টি পরিবারের প্রায় ২০০ লোক উপকৃত হয়েছেন। মাটির দেয়াল ও খড়ের চালযুক্ত এই ঘরগুলির জন্য ব্যয় হয়েছে ৬ হাজার টাকা। পানীয় জলের বন্দোবস্ত করার জন্য ৩ হাজার টাকা খরচ করে একটি নলকূপ বসানো হয়েছে। সাগরদীঘি ব্লকে এই খাতে ৮৭,৯৪০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

আমাদের কথা

প্রশ্ন-পত্রের কাজে প্রেস ব্যস্ত থাকায় পত্রিকা মুদ্রণে বিঘ্ন ঘটছে। এবং সেই কারণেই আমরা নির্দিষ্ট সময়ে পত্রিকা প্রকাশ করতে পারছি না।

প্রকাশক,
জঙ্গিপুর সংবাদ

মহকুমা শাসক বদলি হচ্ছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ জুলাই—জঙ্গিপুরের তরুণ মহকুমা শাসক নরসিংহম ভেঙ্কট জগন্নাথন এই মহকুমা থেকে বদলি হয়ে ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরে যাচ্ছেন। পরিবর্তে আসছেন জলপাইগুড়ির মহকুমা শাসক কল্যাণ বাগচী। সংবাদে প্রকাশ, জগন্নাথন আগামী ১০ জুলাই নিজের বাড়ী তামিলনাড়ু যাচ্ছেন। সেখানে ক'দিন ছুটি কাটিয়ে দুর্গাপুরের কার্যভার গ্রহণ করবেন। কল্যাণবাবু এখানে এলে জঙ্গিপুর মহকুমার মানুষ বেশ কয়েক বছর পর একজন বাঙালী মহকুমা শাসককে পাবেন।

মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্লক স্তরে খেলাধুলার প্রসার ও মান উন্নয়নের জন্য মহকুমার ৭টি ব্লক ও ২টি পুরসভাকে নিয়ে জুন মাসের মাঝামাঝি জঙ্গিপুর সাব-ডিভিসনাল স্পোরটস্ এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। এই সংস্থায় মহকুমা শাসক সভাপতি, ধুলিয়ান ও জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতিদ্বয় সহ-সভাপতি ও রঘুনাথগঞ্জের সুবোধকুমার দাস সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য প্রত্যেক ক্লাবকে ১০ টাকা ও নাম নথিভুক্তির জন্য প্রত্যেক খেলোয়াড়ের পঁচিশ পয়সা 'এনট্রি ফি' ধার্য করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অফ্ টেকনোলজী

পোঃ কাশিমবাজার রাজ, বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।

১৯৭৫-৭৬ শিক্ষাবর্ষে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ (এল, এম, ই ; এল, ই, ই ও এল, সি, ই) চার বৎসরের ডিপ্লোমা পাঠক্রমে ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

প্রিন্সিপ্যালের অফিস হইতে যে কোন কার্য্যের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত নগদ ১·০০ টাকা (এক টাকা) প্রদানে অথবা নিজস্ব ঠিকানা সম্বলিত ৪০ পয়সার ডাক টিকিটযুক্ত ২২৫ মিঃ মিঃ × ১০০ মিঃ মিঃ মাপের খামের সহিত ১·০০ টাকা মণিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে দরখাস্ত ফরম ও প্রস্পেক্টাস্ পাওয়া যাইবে।

দরখাস্ত ফরম যথাযথ পূরণান্তে প্রিন্সিপ্যাল, মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজী, বহরমপুরকে প্রাপক করিয়া দুই টাকা মূল্যের ক্রসড্ পোষ্টাল অর্ডার ১৪ই জুলাই, ১৯৭৫ তারিখের মধ্যে প্রিন্সিপ্যালের অফিসে অবশ্য পৌছান চাই।

১লা জানুয়ারী, ১৯৭৫ তারিখে প্রার্থীর বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই। (তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইহা তিন বৎসর শিথিলযোগ্য)

বিগত যোগ্যতাগত পরীক্ষার সফল ফলাফল, লিখিত ভর্তির পরীক্ষা, নির্ব্বাচক মণ্ডলীর কাছে সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করিয়া চার বৎসরের ডিপ্লোমা পাঠক্রমের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হইবে।

স্কুল ফাইন্যাল, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইংরাজীসহ হায়ার সেকেণ্ডারী বা অনুমোদিত কোন সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কোন প্রার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে। যে প্রার্থী গত স্কুল ফাইন্যাল/হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় বসিয়াছে এবং উত্তীর্ণ হওয়ার আশা রাখে সেও নির্দ্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদনপত্রে দরখাস্ত করিতে পারিবে। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার দশ দিনের মধ্যে মার্কসিটের নকল পাঠাইতে হইবে।

ছাত্রাবাসে আসন পাওয়া যাইবে।

প্রিন্সিপ্যাল

অনুদান আত্মসাৎ ?

মির্জাপুর, ২ জুলাই—এই অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য অনুমোদিত প্রায় দশ হাজার টাকার টেসট রিলিফ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এখন হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, ওই টাকায় যে পরিমাণ মজুর খাটানো হত, এখানে সেই সংখ্যক মজুরের প্রয়োজন হয়নি। মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপে জেলাস্তরের অনেকেই কর্মক্ষেত্র ঘুরে 'কি হয়, কি হয়' এই ভাব নিয়ে ফিরে গিয়েছেন। কেন না, ইতিপূর্বে ২·৪১ লাখ টাকা ব্যয়ে এস এম জি আর রোড থেকে ৩৪নং জাতীয় সড়কের অনুপপুর পর্যন্ত নির্মিত গেরুয়া সড়কটি এখন চলাফেরার অযোগ্য। বিস্তর লেখা-লেখিতেও কাজ হয়নি এর আগে।

মেলব্যাগসমেত মাষ্টারদের টাকা গায়েব, রাণার হাজতে

সাগরদীঘি, ৩০ জুন—সাগরদীঘি ডাকঘর থেকে নবগ্রামের পুণ্ডি ব্রাঞ্চ ডাকঘরের মেলব্যাগ গায়েব করার জন্য সাগরদীঘি পুলিশ গত বুধবার একজন রাণারকে গ্রেপ্তার করেছে। তার নাম এরফান সেখ। জানা গিয়েছে, সে একজন গরু ব্যবসায়ী ও নবগ্রাম থানায় তার নামে কয়েকটি অভিযোগ নাকি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

প্রকাশ, ঘটনার দিন অর্থাৎ ২৪ জুন এরফান সেখ অন্যান্য দিনের মত সাগরদীঘি ডাকঘর থেকে পুণ্ডি শাখা ডাকঘরের মেলব্যাগটি (বি-ও ব্যাগ) বেলা ১২টা নাগাদ নিয়ে যায়। বেলা দুটো নাগাদ ফিরে এসে আবার ব্যাগ চ.য়। পোসট মাষ্টার থানায় খবর দেন, পুলিশ ২৫ জুন এরফানকে গ্রেপ্তার করে। ওই ব্যাগে সেদিনের ডাক এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বাবদ ১২০০ টাকা ছিল।

বিষপানে আত্মহত্যা

জঙ্গিপুর হরিসভার স্বপন সিংহ (২৪) নামে এক যুবক ২১ জুন বিষাক্ত কীটনাশক ওষুধ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তির পর ২২ জুন সকালে তার মৃত্যু ঘটে।

বিড়ির সেরা

অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি

মুর্শিদাবাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

Wanted a lady Science Graduate assistant teacher for the Jangipur Girls' Junior H. School. She must have Mathematics & Physics as her combination subject in B. Sc. Preference will be given to a candidate who had Biology as one of her subjects and specially if she be trained. Apply with attested marksheets & testimanials to the Secretary within ten days from publication.

কর্মখালি

প্রধান শিক্ষক পদের জন্য একজন বি. এস-সি, (ট্রেণ্ড) শিক্ষকের প্রয়োজন। ১২-৭-৭৫ তাং এর মধ্যে আবেদনপত্র পৌছানো চাই। সেক্রেটারী, কাশিমনগর জুনিয়ার হাই স্কুল।

পোঃ কাশিমনগর,
জেলা মুর্শিদাবাদ।

পার দেওনাপুর জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা

পোঃ দেওনাপুর
জেলা মুর্শিদাবাদ

ডেপুটেশন ভ্যা কা ন্সি তে একজন ট্রেণ্ড গ্রাজুয়েট আবশ্যক। সম্পাদকের নিকট আবেদনের শেষ তারিখ ১২-৭-৭৫।

সকল প্রকার
ঔষধের জন্য

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন—আর, জি, জি ১৯

খেতে ভাল ফোন—২৩

★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★রেখা বিড়ি

ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্

ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মোকর্দ্দমা নং ১৩৯/৭২ অন্য

বাদী—মহম্মদ মুশা পিতা মৃত ইসমাইল বিশ্বাস, সাং বাজিতপুর থানা রঘুনাথগঞ্জ

বনাম

প্রতিবাদী – ১। জার্জ্জিস সেথ দিং সাং সম্মতিনগর, থানা রঘুনাথগঞ্জ

এতদ্দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় বিবাদীগণ বাদীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দায়ে উপযুক্ত শাস্তির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে বাদীর কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ২৬/৭/৭৫ তারিখে অত্রাদালতে স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকিল দ্বারা হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্ত এক তরফা শুনানী হইবে। ২৭/৬/৭৫ এই নোটিশ দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ৫ রুল ২০ মতে দেওয়া হইল।

By Order of the Court,
Sd/- B Lala, sheristadar,
1st. Munsif's Court, Jangipur.

বর্ষায় দুর্দশার আশঙ্কা (১ম পৃষ্ঠার পর)

মুর্শিদাবাদ জেলার অসেচ এলাকা পর্যন্ত কয়েকটি ক্যানেল বিস্তৃত করতে হবে।

২১ এপ্রিল ফিডার ক্যানেল দিয়ে ভাগীরথীতে প্রথম জল ছাড়ার পর প্লাবিত হয়েছিল প্রায় ৫ হাজার বিঘা ধানী জমি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বংশবাটী নজিরপুর, আলোয়ানী, মঙ্গলজন, বাঘা, তক্ষক প্রভৃতি গ্রাম। ২১ মে থেকে ফিডার ক্যানেলে জলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় প্লাবিত হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। তিনটি খাল দিয়ে জল প্রবেশ করে এই বিপর্যয় ঘটেছে। দ্বিতীয় কিস্তিতে রঘুনাথগঞ্জ ও সুতী এলাকার আরও গ্রাম জলবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। এই গ্রামগুলি হল সরলা-বসন্তপুর, আহিরণ, রামডোবা, লোকাইপুর, বান্ধ্যা, গদাইপুর প্রভৃতি। সরকারী সমীক্ষক দলের একজন মুখপাত্র জানান, এখন পর্যন্ত এই সব এলাকার প্রায় ১০ হাজার একর জমি জলপ্লাবিত হয়েছে। বন্যার জল জঙ্গিপুর ব্যারেজ কলোনীর দিকেও ধেয়ে চলেছে। অন্য একটি হিসেবে জলপ্লাবিত জমির পরিমাণ ৪০ হাজার বিঘা।

ফরাক্কার জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাগরদীঘি থানা এলাকাও। সেখানে গাদি-বেলার উপলাই বিলে ভাগীরথীর জল ঢুকে গিয়ে পিলকী, রামনগর, চামুণ্ডা, ভূপেন্দ্রনগর, সীতেশনগর, কাবিলপুর ও বিষ্ণুডাঙ্গার নীচু এলাকা বন্যার কবলে পড়েছে। সরকারীভাবে কোন রকম সমীক্ষা না চালালেও বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, এরই মধ্যে প্রায় ২ হাজার একর জমি জলপ্লাবিত হয়ে ভাদই ধান ও পাটের প্রভূত ক্ষতি করেছে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

ভাগীরথীতে ভাঙ্গন : শুধু বন্যাই নয়, ফরাক্কার জল ভাগীরথীতে পড়ার সাথে সাথে পারে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। সাগরদীঘি থানার গাদি, রঘুনাথগঞ্জ থানার খোশালপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহরে এই ভাঙ্গন চোখে পড়ছে। ভাগীরথীতে ভাঙ্গনের খবর যাঁরা ভুয়া বলে উড়িয়ে দিতে চান, তাঁরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, সাগরদীঘি থানার গাদিতে আমানুল্লা সেথ নামে একজন চাষীর ৩ বিঘা আবাদী জমি ভাগীরথী গর্ভে বিলীন হয়েছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত ফরাক্কায় ৪০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে বলে সামসেরগঞ্জ ব্লক সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। ফিডার ক্যানেলের বাঁধানো পারের পাথরের চাঁই খুলে খুলে পড়তে শুরু করেছে ফরাক্কার জলের তোড়ে। যদি বিশ্বাস না হয়, সরলায় ফিডার বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ভালো করে ফিডার ক্যানেলের পার লক্ষ্য করে এ খবরের সত্যতা যাচাই করতে পারেন।

নির্মল চিট ফাণ্ড রাতারাতি গণেশ উল্টেছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করছেন ও আতঙ্কিত হচ্ছেন। মাঝখান থেকে বিপদে পড়ছেন স্থানীয় বেকাররা যাঁরা দু'পয়সা কমিশনের আশায় ওদের হয়ে কাজ করছিলেন। পিঠ বাঁচিয়ে বাড়ী থেকে বের হওয়া তাঁদের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়েছে।

ষ্টেট বাস-ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষ, জখম- ৩০

রঘুনাথগঞ্জ, ১ জুলাই—গতকাল সকালে ৩৪নং জাতীয় সড়কের সেখদীঘিতে (সাগরদীঘি থানা) কলকাতাগামী রাষ্ট্রীয় পরিবহণের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত-মুখী একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে বাসচালক ও দু'জন মহিলাসহ ৩০ জন বাসযাত্রী অল্পবিস্তর জখম হন। তাঁদের মধ্যে ৪ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ট্রাক চালক আজ জঙ্গিপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করে।

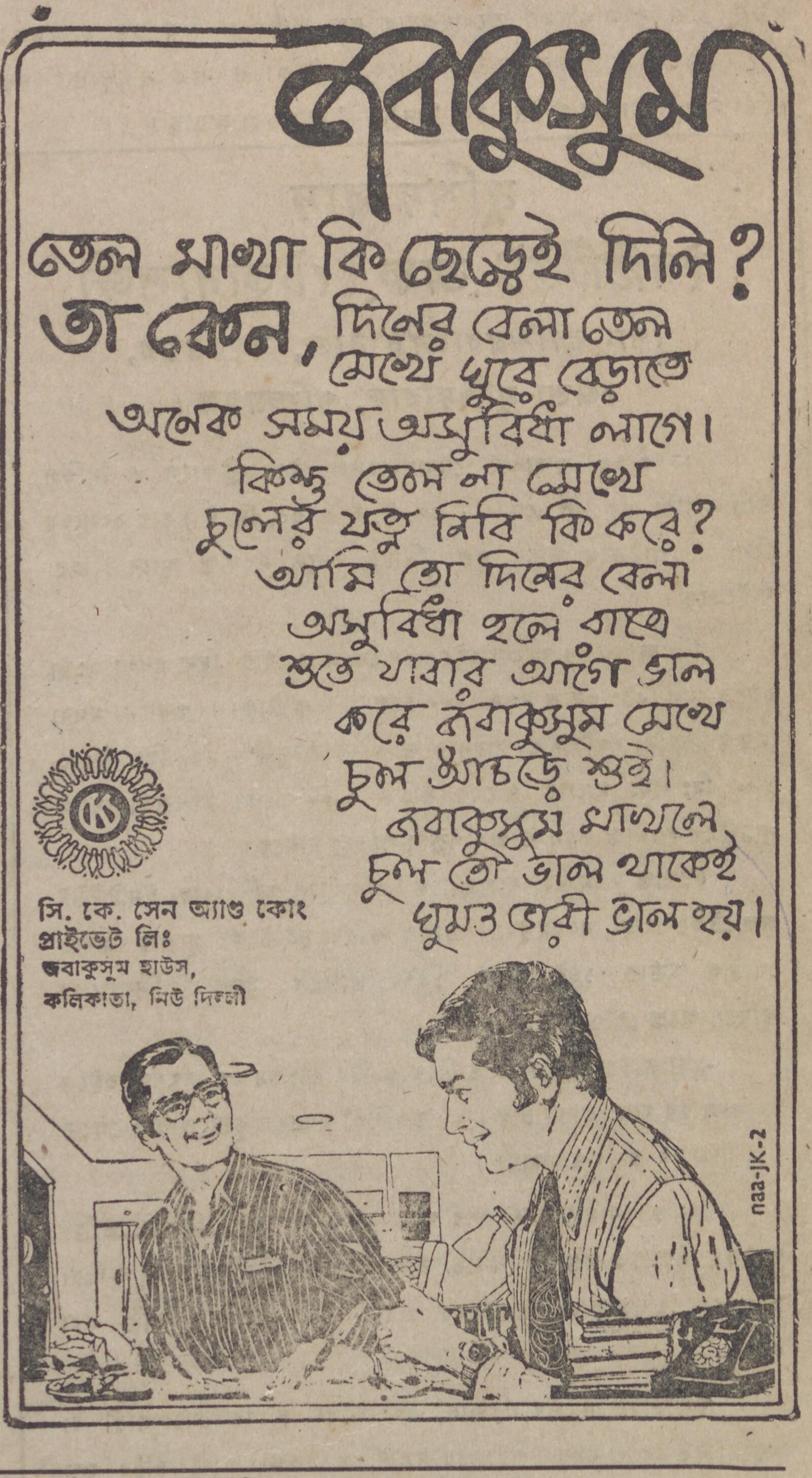

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭

—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—

★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি

বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ

পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)